NOV. 13 2002

আইন শিক্ষার বেহাল অবস্থা

বাংলাদেশের আইন শিক্ষার একটি গৌরব অতীত রয়েছে কিন্তু অহংকার করার মতো বর্তমান অবস্থা নেই। স্বাধীনতা-পূর্বকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নৈশকালীন শিফটে এলএলবি প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র পড়ানো হত। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এলএলবি (সম্মান) কোর্স চালু হলে এলএলবি (পাস) কোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে পাঠদান অব্যাহত থাকে। পরবর্তী সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এলএলবি প্রিলিমিনারি ও ফাইনাল উভয় পর্বের পরীক্ষা সিলেবাস ও ল' কলেজেগুলোর একাডেমিক ও প্রশাসনিক অনেক বিষয় জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে কার্যকর সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা দেশের বিভিন্ন ল' কলেজ থেকে এলএলবি প্রিলিমিনারি পর্বে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের ছয়টি পত্রে ৬০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় এবং গড় ৩৬ শতাংশ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা পর্বে উত্তীর্ণ হতে পারে। শেষ পর্বের শিক্ষার্থীরা সাত পত্রে মোট ৭০০ নম্বরের পরীক্ষায় গড়ে ৩৬ শতাংশ নম্বর পেলে কৃতকার্য হয় এবং শতকরা ৪৫ নম্বর পেলে দ্বিতীয় শ্রেণী ও শতকরা ৬০ নম্বর পেলে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলো এলএলবি পরীক্ষার সিলেবাস পাঠদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু এসব কলেজে প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের বেতনভাতা প্রদান, ছাত্রছাত্রী ভর্তি, পরীক্ষা ফি ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও খাতা নিয়ে। পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে বসে প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে হতবাক না হয়ে পারে না। কেননা, প্রশ্নপত্র এবং সিলেবাসের মধ্যে সাদৃশ্য খুব কমই পাওয়া যায় । গত বছরের এলএলবি ফাইনাল

পর্বের প্রথম পত্রের প্রশ্নের শিরোনামে লেখা ছিল 'খধি ড়ভ ঞৎধহংভবৎ' হস্তান্তর আইন। অথচ Law of Transfer বলে কোন বিষয় বা subject ফাইনাল ইয়ারের সিলেবাসে নেই । প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির শিরোনাম হবে 'Transfer of property অপঃ'. এই গেল শিরোনামের ভুল। প্রথম পত্রের প্রশ্নের ভেতরেও 'ক' 'খ' 'গ' এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যথাক্রমে সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন এবং সরকারি দাবি আদায় আইন, প্রতিটি বিভাগ থেকে নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তরদান বাধ্যতামূলক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এক বিভাগের বিষয় থেকে অন্য বিভাগে প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র দেখে বোঝার উপায় নেই, কোন বিভাগের জন্য কোন বিষয় নির্ধারিত আছে। প্রশ্নকর্তা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রশ্ন করবেন তাহলে সিলেবাস কেন? একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, আগামী ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য এলএলবি ফাইনাল পরীক্ষার রুটিনে ও সম্পত্তি হস্তান্তর আইনকে 'হস্তান্তর আইন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। জুরিস প্রুডেন্স, ইকুইটি কনট্রাক ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন দেখলে মনে হয় না যে, ওই প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার নিয়ন্ত্রণকারী কোন কর্তৃপক্ষ আছে? সব শেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে পরীক্ষক নিয়োগ নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। একই শহরের (বিশেষ করে ঢাকা শহরের) খাতা ওই শহরের শিক্ষকই মূল্যায়ন করে থাকেন বলে শোনা যায়। এরূপ পদ্ধতিতে খাতার অবমূল্যায়ন বা মূল্যায়নে গুরুতর অনিয়মের সম্ভবনা রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হবেন বলেই দেশবাসী আশা করেন। কেননা এই আইন শিক্ষার সঙ্গে জড়িত রয়েছে দেশের শিক্ষিত সমাজের বিশাল একটি অংশ। আজ আইনদানে আইনজীবী, বিচারক হিসেবে যারা প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রায় সবাই এই আইন শিক্ষারই ফসল। সুতরাং দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে যোগ্য আইনজীবী, বিচারক তৈরি করতে হলে আইন শিক্ষার উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

এসএম ফারুক